গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

**বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।**

সভাপতিঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ।
সভার তারিখ ঃ ০৩/০৯/২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময় ঃ বেলা ১১টা।
সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।
উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

| ক্রমিক নং | মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। | ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান, ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ফেরৎ এসেছে। সচিব মহোদয় বলেন বর্তমান ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে কিন্তু আইনের অভাবে কাজ করা যাচ্ছে না । | ভূমি বিরোধ কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদান সহ ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম; |
| ২. | তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন , আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। | ১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান ২১০টি স্কুল জাতীয়করণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে এবং বাকী ১৮টি নিয়েও চিন্তাভাবনা হচ্ছে। অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়েছে, | ১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | (১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | কমিটি হয়েছে এবং বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে । সভাপতি মহোদয় বলেন এটি না হলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে।<br><br>২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের জন্য উন্নয়ন অনুবিভাগ হতে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।তবে কোন অগ্রগতি জানা যায়নি। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভায় কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেন।<br>৩) খগড়াছড়ি জেলায় ৪টি ছাত্রাবাস অন্যান্য জেলার ৪টি করে ছাত্রাবাসের মত চালুর বিষয়ে খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা টেলিফোনে জানান বিষয়টি এখনও পর্যালোচনাধীন আছে এবং এ বিষয়ে পরিষদ সভায় এখনও কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। | ২) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত খাগড়াছড়ি জেলার ০৩টি বান্দরবানের ০৪টি ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি সহ মোট ১১টি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়।<br><br>৩) খাগড়াছড়ি জেলায় নির্মিত তিনটি আবাসিক ছাত্রাবাস চালুর লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনবল নিয়োগসহ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়া পর্যন্ত বান্দরবান জেলার ও রাঙ্গামাটি জেলার ০৪টি করে আবাসিক ছাত্রাবাস যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে সেভাবে জেলা পরিষদের নিজস্ব অর্থায়নে ঐগুলি পরিচালনার জন্য খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদকে অনুরোধ করা হয় | ২)প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;<br><br>৩) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। |
| ৩. | তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন, | ১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়।<br><br>২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া উক্ত মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপসচিব সমন্বয়-২ বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির আজকের সভায় উপস্থিতির কথা থাকলেও অজ্ঞাত কারনে কোন প্রতিনিধি উপস্থিত হননি। | ১)চলমান ক্লিনিকগুলো সুষ্ঠুভাবে কার্যকর রাখার জন্য তিনজেলার সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করা হয়।<br><br>২) প্রস্তাবিত ও নির্মাণাধীন কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো দ্রুত নির্মাণপূর্বক চালুর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। | (১) সিভিল সার্জন, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান;<br><br>(২) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; যুগ্মসচিব/উপসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; |